

## দ্বিতীয় অধ্যায় : সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

### বাংলায় উনিশ শতকে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যে সমাজের ভূমিকা

বাঙালি সংবাদপত্রের সাথে প্রথম পরিচিত হয় 1818 সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। সেই সময়ের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল 'সমাচার দর্পন' এবং মাসিক পত্রিকা ছিল 'দিগদর্শন'। উভয়ই শ্রীরামপুর ত্রয়ীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'।

এছাড়াও 'তত্ত্ববোধিনী', 'বামাবোধিনী', 'ভারতী', 'প্রবাসী', প্রভৃতি সাময়িক জীবনযাপন সম্বন্ধিত পত্রিকা এবং 'বঙ্গদর্শন', 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'বেঙ্গলি' প্রভৃতি ভাবনামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

### সাময়িক পত্রিকা হিসেবে 'বামাবোধিনী'

- 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ছিল তৎকালীন সমাজের সামাজিক প্রতিফলনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ।
- 1863 সালে উমেশচন্দ্র দত্ত কয়েকজন তরুণ ব্রহ্মকে নিয়ে 'বামাবোধিনী সভা' গঠন করেন যার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা, নারীদের শিক্ষার প্রসার ঘটানো, যোগ্য মর্যাদা স্থাপন করা। এই সময়েই উমেশচন্দ্র দত্ত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশনা করেন।
- এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করে এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ-র বিরোধিতা করে নারী কল্যাণের বহু দিক তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন মহিলা লেখিকা যেমন - স্বর্ণপ্রভা বসু, লাবন্যপ্রভা বসু এই পত্রিকায় ছদ্মনামে লিখতেন। পরে অবশ্য তারা আত্মপ্রকাশ করেন।

- সূচনাকাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ষাট বছর 'বামাবোধিনী' পত্রিকা দেশীয় নারীদের সকল পরিস্থিতি প্রতিস্থাপিত করেছিল যার ফলস্বরূপ এটি একটি ঐতিহাসিক উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে।

### সংবাদপত্র হিসেবে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'

- 1853 খ্রিস্টাব্দের 6 জানুয়ারি গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় তৎকালীন সমাজের এক উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রকাশিত হয়। পরে 1892 সালে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আরো জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং তিনি পত্রিকার বিষয়বস্তু অনেক বেশি সামাজিক করে তোলেন।
- তিনি বাংলার সামাজিক শোষণ, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, বহুবিবাহ, মদ আমদানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র হুংকার তোলেন এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসির নগ্ন সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতির সম্পর্কেও আলোচনা করেন।
- হরিশচন্দ্র তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কে নানান মতামত ব্যক্ত করেন। নারীশিক্ষার প্রসারের কথা তুলে ধরেন এবং পতিতা সমস্যার কথাও বলেন।
- এছাড়াও 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় সমকালীন সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলকর সাহেবদের সীমাহীন শোষণের বহু বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
- সারা বাংলায় সংবাদদাতা নিয়োগের মাধ্যমে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিবরণ সংগ্রহ করেন যা 'নীল জেলা' নামক নতুন বিভাগে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 1860 সালে নীল কমিশন গঠন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

- হরিশচন্দ্র মহাশয়ের পর কৃষ্ণদাস পাল 1862 সালে এই পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। এরপর 1892 খ্রিস্টাব্দে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

### সংবাদপত্র হিসেবে 'গ্রামবার্তা পত্রিকা'

- 'গ্রামবার্তা পত্রিকা' উনিশ শতকের গ্রামীণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। 1863 সালে হরিনাথ মজুমদার এটি সম্পাদিত করেন। গ্রামবার্তা প্রথমে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- ব্রিটিশ সরকারের শাসন, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা তীব্র আওয়াজ তোলে এমনকি হরিনাথ মজুমদার নীলকুঠিতে কাজ করার সময় নীলকর সাহেবদের যে অত্যাচার দেখেছিলেন তাও প্রকাশ করেছিলেন।
- পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েও কোনো সুরাহা হতো না বরং অভিযোগকারী নির্যাতিত হতেন। এইরকম সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাঙাল হরিনাথ বাংলার মানুষকে সচেতন করতে 'গ্রামবার্তা পত্রিকা' প্রকাশিত করেন।
- জমিদার, জোতদারদের কথা পত্রিকায় লেখার ফলে তাদের রোষের শিকারও হতে হয় তাকে। লালন ফকির তাকে জমিদারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন।
- শোষণ ও অত্যাচারের পাশাপাশি এই পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও লালন ফকিরের গান এবং নারীশিক্ষার বিষয়ও প্রকাশিত হয়। শেষের দিকে অর্থের অভাবে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

### হতোম প্যাঁচার নকশা

- উনিশ শতকে সমাজসেবক কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 'হতোম প্যাঁচার নকশা' ছিল তৎকালীন সমাজের বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নকশা। মাত্র 30 বছর বয়সে 1861 খ্রিস্টাব্দে হতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

- গ্রন্থটির প্রথমাংশে কলকাতার চড়কপার্বন, বারোয়ারি পূজা, ছেলেধরা, ত্রিশচানি হুজুগ, সাতপেয়ে গরু ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অংশে চলা ভাষামীর তিনি তীব্র নিন্দা করেছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত হওয়া কলকাতার ধনী, নব্য-বাবুসমাজের প্রতি তিনি তীব্র নিন্দা করতেন।
- সমাজের ব্যক্তিবর্গকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। যারা হলেন - ইংরেজি জানা পাশ্চাত্য অনুকরণকারী, ইংরেজি জানা অথচ সাহেবি অনুকরণকারী নয় এমন নব্য সমাজ এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজ।
- সমাজের সকল প্রকৃতির মানুষের কথা লেখক রচনাটিতে ব্যক্ত করেছেন। তৎকালীন সমাজের এই গ্রন্থটি ছিল **ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যের নিদারুণ উদাহরণ।**

### নীলদর্পণ নাটক

- দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০সালে 'নীলদর্পণ' রচনা করেন। ঢাকা থেকে নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার জনমানসে শিহরণ সৃষ্টি করে।
- উনিশ শতকে ইংরেজ সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বাংলার চাষিদের নীলচাষে বাধ্য করে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ হলে চাষিরা আর্থিকভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ফলে ১৮৫৮ সালে অত্যাচারিত নীলচাষিরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে 'নীলবিদ্রোহ' ঘোষণা করে।
- এই নাটক বাঙালির মনে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে।
- ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় নাটকটি অনুবাদিত হলে বাংলার নীল চাষিদের দুর্দশার কথা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যশালার প্রথম নাটক ছিল 'নীলদর্পণ'। উনিশ শতকে সামাজিক পরিস্থিতিতে সংবাদ পত্রের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তবে তার প্রভাব শহরতলীতেই বেশি ছিল।

## বাংলায় উনিশ শতকে শিক্ষা সংস্কার

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। হিন্দুদের টোল ও পাঠশালা এবং মুসলিমদের জন্য মাদ্রাসাগুলি ছিল শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র। তবে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে কোন চর্চাই প্রতিষ্ঠানে হত না বরং ধর্মীয় কাহিনি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত প্রভৃতি দেশীয় শিক্ষা দেওয়া হত। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মনে করত যে-

1. ভারতীয়দের যাতে শিক্ষার অগ্রগতি হয় তার জন্য ব্রিটিশদের অর্থসম্পদ ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই
2. ব্রিটিশরা যদি ভারতীয়দের ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তবে তারা সরকারের বিরোধিতা করতে পারে
3. আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে ভারতীয়রা ভবিষ্যতে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবে এই মানসিকতার ফলে ইংরেজ কোম্পানি সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যেমন -
  - ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রি.),
  - উইলিয়াম জোনস এর উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রি.),
  - লর্ড ওয়েলেসলি উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রি.) প্রভৃতি প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

## পাশ্চাত্যবাদী বনাম প্রাচ্যবাদী বিতর্ক

- ঔপনিবেশিক শাসনকালীন সময়ে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুযায়ী কোম্পানি ভারতীয় শিক্ষাখাতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এই টাকা কোন খাতে ব্যয় হবে তাই নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের শুরু হয়।

- ইংরেজি ভাষাকে হাতিয়ার বানাতে চেয়েছিলেন মেকলে, রাজা রামমোহন রায়, আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ। তাদের মতে শিক্ষার মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল ইংরেজি, বিষয় হওয়া উচিত পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান।
- এভাবে এদেশে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন ধরনের শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত সেবিষয়ে একটি দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা 'পাশ্চাত্যবাদী বনাম প্রাচ্যবাদী বিতর্ক' নামে পরিচিত।

### **টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ভূমিকা**

লর্ড বেন্টিকের আইন সচিব টমাস ব্যাবিংটন মেকলে 'জনশিক্ষা কমিটি'র সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর ভারতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবাদী বা ওরিয়েন্টালিস্ট (এইচ.টি.প্রিন্সেপ, কোলব্রুক) এবং পাশ্চাত্যবাদী বা অ্যাংলিসিস্ট (টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, আলেকজান্ডার ডাফ, সন্ডার্স, কলিভন প্রমুখ) নামে দুটি দল তৈরি হয়।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে লর্ড বেন্টিকের কাছে একটি প্রস্তাব দেন যা 'মেকলে মিনিটস' নামে পরিচিত। প্রস্তাবে মেকলে বলেন যে -

1. পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক চেতনাহীন এবং সম্পূর্ণ নিকৃষ্ট
2. এই দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া দরকার কারণ রাজ্যের সভ্যতা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপবিত্র
3. তার ধারণা ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে এদেশে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে চুইয়ে পড়া নীতি অনুসারে দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলে প্রস্তাবের সুপারিশ মেনে লর্ড বেন্টিক এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকে সরকারের শিক্ষানীতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

## ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

উনিশ শতকে শুরুতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ব্রিটিশ বাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত প্রভৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটলে, এসব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দেয়।

এর ফলে চাকরি পাবার আশায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের ইংরেজি শেখার প্রতি আগ্রহ দেখা গেলে কিছু খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন শহরে বেশ কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাপটিস্ট মিশনের উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখের উদ্যোগে ১২৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

1. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ,
2. ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন'
3. জেসুইট মিশনারি কলকাতায় 'সেন্ট জেভিয়ার্স'(১৮৩৫) এবং 'লরেটো স্কুল' (১৮৪২) প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্যদিকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ অগ্রণী হয়। তাদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন -

1. রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে -
  - ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ
  - ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ
  - ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল
2. ডেভিড হেয়ারের নেতৃত্বে পটলডাঙ্গা একাডেমি (১৮১৮) যার বর্তমান নাম হেয়ার স্কুল।

ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে ক্যালকাটা বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় আবার ইংরেজি ভাষায় পুস্তক রচনার জন্য ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি গড়ে ওঠে।